প্রশ্ন- ২৩ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ সংখ্যা ২০০৩ইং ৪০ পৃষ্ঠায় ইবনে সামছ ২৩ নম্বরে লিখেছে- *"তাযিমী সিজদা বা সম্মানার্থে আল্লাহ্ ব্যতিত নবী, রাসুল, পীর; অলী বা কবর- ইত্যাদিকে সিজদা করা নিষিদ্ধ এবং শিরক"।* তার দাবী সত্য কিনা?

ফতোয়া ঃ মোটেই সত্য নয়। তাযিমী সিজদা শিরক নয়-বরং কবিরা গুনাহ্। তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলা মূর্খতা ও অজ্ঞতা। ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা হলো শির্ক। এটা কেউ করেনা। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে তাযিমী সিজদা করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ করেছিলেন। আল্লাহ্ কখনও শির্কের জন্য নির্দেশ করেন না। হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত ইছা (আঃ) পর্যন্ত সর্বযুগে তাযিমী সিজদা বৈধ ছিল- কিন্তু আমাদের শরিয়াতে তাযিমী সিজদাকে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে ওয়াহেদ-এর দ্বারা- কিন্তু শির্ক বলে ঘোষণা করা হয়নি। নবী ও সাহাবীগণ যাকে শির্ক বলেননি, তাকে মনগড়াভাবে শির্ক বলা হারাম এবং হারামীপনা কাজ।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল অথবা হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার সিজদা করে ফেলেছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সাহাবীকে শুধু বারন করে বলেছিলেন-" لَاتَفْعَلْ অর্থাৎ এরূপ কাজ আর করোনা"। (দেখুন আদিল্লাতু আহ্লিছ ছুন্নাত- কৃত আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী- কুয়েত)। যদি ঐ সাহাবীর কাজটি শির্ক হতো- তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই তা

www.sunnibarta.com

বলতেন। তিনি শুধু لَاتَفْعَلْ বলেছেন। এতে শুধু হারাম প্রমাণিত হয়- শির্ক নয়। ইবনে সামছ বিনা দলীলে ও বিনা প্রমাণে তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে- যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে আশ্রাফ আলী থানবী। তিনি বেহেস্তী জেওর প্রথমখন্ড ৩৯ পৃষ্ঠায় সব সিজদাকে কুফরও শির্ক বলে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তার খন্ডন লিখা হয়েছে আমার 'ইস্‌লাহে বেহেস্তী জেওর'-এ।

এবার শুনুন তাযিমী সিজদার হুকুম আহকাম ও তার ইসলামী সমাধান।

(১) ফতোয়া শামীতে হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

وَ اخْتَلَفُوْا فِيْ سُجُوْدِ الْمَلَائِكَةِ قِيْلَ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى اٰدَمَ تَشْرِيْفًا كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ - وَ قِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (تَا تَارْخَانِىْ)- قَالَ فِىْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِىْ وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَّهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَّ اِكْرَامًا وَلِذَا اِمْتَنَعَ عَنْهُ اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِىْ قِصَّةِ يُوْسُفَ-

অর্থঃ "হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ফিরিস্তাদের সিজদা করার ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে তাফসীর বিশারদগনের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন- সিজদা ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন কাবার ন্যায়- অর্থাৎ মুখ ছিল তাঁর দিকে। যেমন, আমরা সিজদা করি খোদাকে- কিন্তু মুখ করি কাবার দিকে। কাবার সম্মান ও হযরত আদমের সম্মান এক বরাবর। অন্য একদল মোফাসসিরীন বলেছেন- না, এরূপ নয়- বরং হযরত আদমকেই সিজদা করা হয়েছিল। তবে উদ্দেশ্য ছিল সম্মান ও তাযিম- ইবাদত নয়। শরিয়াতে মোহাম্মদীতে এই তাযিমী সিজদা হারাম ও রহিত হয়ে গেছে একটি হাদীসের মাধ্যমে। তা হলো- "আমি (নবী) যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার জন্য কাউকে নির্দেশ দিতাম,তাহলে

www.sunnibarta.com

নারীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য"। (তাতারখানী)। "তাব্‌য়ীনুল মাহারিম" গ্রন্থকার বলেছেন- "উপরোক্ত দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়টিই বিশুদ্ধ বা সহীহ্"। অর্থাৎ- সিজদা ছিল আদমের সম্মানের উদ্দেশ্যে- ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। ইহাই বিশুদ্ধ মত। এ কারনেই ইবলিছ হযরত আদমকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করতে বিরত ছিল। এই তাযিমী সিজদা পূর্বকালে বৈধ ছিল- যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর পিতামাতা ও ১১ ভাইয়েরা সিজদা করেছিলেন"।

-এতে প্রমাণিত হলো- কোন নবী, রাসুল বা পীর ওলীকে তাযিমী সিজদা করা ইসলাম ধর্মে হারাম ও নিষিদ্ধ- কিন্তু শির্ক নয়। সিজদার পরিবর্তে কদমবুছি ও সালাম দেয়া বৈধ এবং উত্তম। যদি তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলা হয়, তাহলে একথা বলা হবে- আল্লাহ্ শির্কের হুকুম দাতা এবং ইউসুফ (আঃ) শির্কের স্বীকৃতিদাতা। এটা কখনও হতে পারেনা। হ্যাঁ,কোন কাজ পূর্বে জায়েয থাকলেও পরবর্তীতে তা হারাম হতে পারে। যেমন, হযরত আদম (আঃ)-এর সময় আপন ভাইবোনের বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা হারাম হয়েছে। হযরত ইছা আলাইহিস সালামের সময় শরাব হালাল ছিল- ইসলামে তা হারাম করা হয়েছে। ইহা মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন নয়- বরং ব্যবহারিক বিষয়ের পরিবর্তন। এই পার্থক্যটি অনেকেই বুঝেন না। ইবনে সামছও তাদের একজন।

(২) তাযিমী সিজদা শির্ক নয়- বরং হারাম হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া আলমগীরীতে উল্লেখ আছেঃ-

وَ مَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَّاْثَمُ لِاِرْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةَ – هُوَ الْمُخْتَارُ –

অর্থাৎ ঃ "কোন ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে (শাসক) তাযিমী সিজদা করলে, কিংবা তার সামনে ভূমি চুম্বন করলে কাফের হবেনা- কিন্তু কবিরা গুনাহ্‌র কারনে গুনাহ্‌গার হবে। ইহাই সর্ব সম্মত গৃহীত ফতোয়া"। (ঐ যুগে বাদ্‌শাহ ছিল রাষ্ট্র প্রধান)

(৩) খাযানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে তাযিমী সিজদার বিধান সম্পর্কে আরও পরিস্কার

www.sunnibarta.com

ভাবে উল্লেখ আছে-

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرَ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهٗ- فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَكْفُرُ وَ لٰكِنْ يَّكُوْنَ اٰثِمًا مُّرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ-

অর্থাৎ ঃ "ফকিহ্ আবূ জাফর বলেছেন- কোন ব্যক্তি বাদশাহ্ বা আমিরের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করলে অথবা তাকে সরাসরি সিজদা করলে– যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে তা করে, তাহলে কাফের হবেনা বটে, তবে কবিরা গুনাহে গুনাহ্গার হবে"। (খাযানাতুর রিওয়ায়াত)

(৪) ফতোয়ায়ে শামীতে তাযিমী সিজদা সম্পর্কে আরও একটি ফতোয়া নিম্নরূপ:-

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهٗ لَايَكْفُرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهٗ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ -

অর্থাৎ ঃ "সাদরুস শহীদের বরাতে ইমাম যায়লায়ী বলেছেন- তাযিমী সিজদার দ্বারা কেউ কাফের হয় না। কেননা, সে তাযিম বা সম্মানের সিজদা করেছে- ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়" (ফতোয়ায়ে শামী)।

-উক্ত চারখানা দলীল পেশ করা হলো। এতে তাযিমী সিজদা হারাম ও নিষিদ্ধ প্রমানিত হয়েছে- শির্ক নয়। কিন্তু আশ্রাফ আলী থানবী ও ইবনে সামছ তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলে নিজেদের অজ্ঞতারই প্রমান দিয়েছে। কবিরা গুনাহ্কে কবিরা গুনাহ্ই বলতে হবে- শির্ক নয়। কেননা, শির্কের দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর কবিরা গুনাহ্র দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়না। দেওবন্দীদের মারাত্মক আক্বিদা হলো খারেজীদের আক্বিদার অনুরূপ! খারিজীরা বিশ্বাস করে– "কবিরা গুনাহ্ দ্বারা বান্দা কাফের ও মুশরিক হয়ে যায়"। এই জন্যই তারা ভ্রান্তদল। দেওবন্দীরা যে খারেজী সম্প্রদায়ভূক্ত- এই ২৩ নং আক্বিদার দ্বারাই তা স্পষ্ট হয়ে গেল। যারা তাদেরকে খারেজী বলবেনা, তারাও ভ্রান্তদল। (বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত "ইসলাহে বেহেস্তী জেওর" দেখুন।

www.sunnibarta.com